https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভগিনী নিবেদিতা: জীবন ও কর্ম

ড. সাধন চন্দ্র পণ্ডিত[1]

"তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষণ, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা— সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"

— (ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত বিবেকানন্দের একটি চিঠির কিছু অংশ, আলমোড়া, ২৯জুলাই, ১৮৯৭)

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

AIJITR- Volume-3, Issue-IV, July-August 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

হ্যাঁ, বর্তমান ভারতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভগিনী নিবেদিতার (২৮.১০.১৮৬৭- ১৩.১০.১৯১১) আদর্শ ও তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করা। ভারতবর্ষে নারীজাগরণ ও পরাধীনতার মুক্তি আন্দোলনে অর্থাৎ আধুনিক ভারত নির্মাণে মহিয়সী- রাজনীতিক 'লোকমাতা' ভগিনী নিবেদিতার অবদান ও গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, নিবেদিতা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন এবং ভারতবাসীকে তাঁর আপনজন হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে ১২৮ বছর আগে নিবেদিতা নিজের স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষে এসে, স্বামীজীর ভারতগঠনের কাজে নিযুক্ত হন। এক্ষণে এই নিবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ডের আলোকপাত আমরা দু'টি পর্বে বিন্যস্ত করতে পারি—১। নিজের দেশে তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবনের ঘটনা, ২। ভারতে আসার পর তাঁর কর্মজীবনের ঘটনা।

১. ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। জন্ম- উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামে এক ছোট শহরে। তাঁর পিতা- স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল, ইনি একজন প্রোটেস্ট্যান্ড ধর্মযাজক ছিলেন। মাতা- মেরী ইসাবেল হ্যামিলটন। তাঁর পিতামহ ও পিতামহী- রেভারেন্ড জন নোব্‌ল ও মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস। পিতামহীর নামানুসারেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। তাঁর ১০ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন মাতামহ হ্যামিলটন। হ্যামিলটন আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ভগিনী নিবেদিতার এক ভাই ও এক বোনের নাম যথাক্রমে রিচমণ্ড নোব্‌ল ও মেরী(মে)। বিয়ের পর মেরীর নাম হয় মেরী উইলসন। ভগিনী নিবেদিতার প্রাণের বান্ধবী ছিলেন মিস ম্যাকলাউড। মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল (ভগিনী নিবেদিতা)-এর শিক্ষালাভ হয় লণ্ডনের কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের অধীনস্থ হ্যালিফ্যাক্স বিদ্যালয়ে। ওখানে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে কেসউইকের একটি স্কুলে শিক্ষিকা হন। কেসউইকে একবছর কাজ করার পর রাগবিতে মেয়েদের একটি অনাথ আশ্রমে যোগদেন। আশ্রমের মেয়েরা যাতে সেবামূলক কাজে আত্মোৎসর্গ করে সেইরকমই তিনি শিক্ষাদান করেন। রাগবির অনাথ আশ্রমের পর তিনি খনি অঞ্চলে রেক্সহ্যাম শহরে একটি সেকেন্ডারী ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী হন (১৮৮৭-১৮৮৯)। এইসময় ওয়েলস্‌বাসী এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে; এবং ধীরে ধীরে তাঁদের এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে তাঁরা বিবাহবন্ধনের কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে অসুস্থ হয়ে ঐ তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হলে মার্গারেটের মনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। তখন থেকেই তিনি ঠিক করলেন ধর্মসাধনা, সমাজসেবা ও মেয়েদের শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। ১৮৮৯ সালে তিনি রেক্সহ্যামের কাজ ছেড়ে লিভারপুলের চেস্টারের একটি স্কুলে (১৯৮৯-১৮৯১) শিক্ষয়িত্রী হন। এইসময় তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। তিনি সুইজারল্যান্ডের পেস্তালোৎসী ও জার্মানীর ফ্রোবেলের শিক্ষাপদ্ধতি— বিশেষ করে শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাশিক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞানসমম্মত চিন্তাপদ্ধতি মেনে নিয়ে শিশুশিক্ষা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতি, শিশুমন নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন এবং তা কার্যকর করেন। ওখানে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি দক্ষিণ লণ্ডনের উইম্বলণ্ডনে ডাচশিক্ষাব্রতী ও ফ্রোবেলের ডাচশিষ্যা মিসেস ডি. লীউ প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগদান (১৮৯১-১৮৯৪) করেন। লণ্ডনে আসার পর শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ফলে বুদ্ধিজীবীমহলে একজন শক্তিশালী লেখিকা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ঘটে। ধীরে ধীরে তিনি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েন। উইম্বলণ্ডনে আসার আগেই অবশ্য তিনি বিভিন্ন ক্লাব বা শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সভাসমিতিতে যেতেন এবং নিজেও একটি সাহিত্য-সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। লিভারপুলের সায়েন্স ক্লাব, সান্ডে ক্লাবে তাঁর যাতায়াত ছিল। মার্গারেট নিজে 'সিসেম ক্লাব' (Sesame Club) নামে একটি সাহিত্য সংগঠন বা ক্লাব গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেইসময়ের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সুধী মণ্ডলী। আমেরিকায় আসার পর স্বামী বিবেকানন্দও এই সিসেম ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হন। এই ক্লাবে শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে বার্নার্ডশ, হাক্সলী প্রমুখ লেখক, বিজ্ঞানী ও মনীষীরা ভাষণ

1. অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজকলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.IV.2026.1-4
AIJITR, Volume 3, Issue –IV, July - August, 2026, PP.1-4
Received on 11th July, 2026 & Accepted on 21st July, 2026,
Published: 1st August, 2026.

The statement "Copyright © by Author" (The author retains the copyright to the published article.)

Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দিতেন। এইসব মানুষের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে মার্গারেটের চিন্তা শক্তি আরো বিকশিত হয়ে ওঠে। এবার মার্গারেট স্বাধীনচেতা হয়ে কাজ করার মানসিকতা অর্জন করেন এবং নিজের শিক্ষাদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথাও ভাবেন। মার্গারেটের জীবনীকার লিজেম রেমঁ লিখেছেন— ১৮৯৫খ্রী. মিসেস ডি. লীউ- এর সঙ্গে মার্গারেটের ছাড়াছাড়ি হলে উইম্বলণ্ডনের আর এক জায়গায় মার্গারেট রাস্কিন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসময়ের প্রখ্যাত চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলেখক জিন রাসকিনের নামানুসরেই তিনি এই স্কুলের নামকরণ করেন। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই মার্গারেটের সঙ্গে ইংলণ্ডের নামকরা সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাদরদী মানুষজনের পরিচিতি ঘটে। এই স্কুলটিতে শুধুমাত্র শিশুরাই পড়ত না, বয়স্করাও এসে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণার কাজ করতেন। উইম্বলণ্ডনে মার্গারেট 'The Kings School' নামে একটি স্কুল গড়েন ১৮৯৪খ্রী. তিনিই এই স্কুলের অধ্যক্ষা। শিল্পী এবেনিজার কুক এই বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেন। মার্গারেট এই খ্যাতিমান শিল্পী কুকের কাছে চিত্রবিদ্যা বা শিল্পবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শের জন্য এই স্কুল শীঘ্রই জনসাধারণের কাছে সমাদর পায়। তাঁর নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাদান ইংলণ্ডে প্রশংসিত হয়। শিশুদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী কিন্ডারগার্টেন (৩-৪ বছরের শিশুদের জন্য), ট্রানসিশন (৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য) এবং প্রিপেরেটরি (৬-১০ বছরের শিশুদের জন্য)— এই তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা 'The Kingslay School'— এ চালু ছিল। শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে বিকশিত করার লক্ষে তাঁর সর্বদায় প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষার্থীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম অসীম স্নেহ-ভালবাসা। উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানে স্কুলটির পড়াশুনার মান ছিল উন্নত। কেননা, সেইসময়ের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শ এবং লণ্ডনের আধুনিক শিক্ষা সমিতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। এই শিক্ষা সমিতিতে তিনি শিশুশিক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ক আলাপ-আলোচনায় মতামত জ্ঞাপন করতেন। ১৮৯৫খ্রী. নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। যেন তিনি এক নতুন জীবন লাভ করেন। তাই শেষপর্যন্ত এই স্কুলে ৩ বছর দায়িত্বভার চালানোর পর ১৮৯৮খ্রী. ২৮শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এসে পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনের প্রথম পর্বে যে-সমস্ত লেখালেখি প্রকাশ পায় সেগুলি হল— 'The Christ Child', Hag-Ridden, A visit To A Coal Mine, Papers on Women's Rights (এ বিষয়ে ৬টি প্রবন্ধ), The Wrexhan Free Library, A page from Wrexhan Life, Phrenology and Physiognomy, Ambulance work প্রভৃতি। এইগুলি সেইসময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে।

২. মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব বড়ই বিস্ময়কর। এই পর্বে তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তাঁর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা। কেননা, চার্চের অধীনে থেকে তিনি প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পাননি। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ পড়েছেন, কিন্তু সত্যিকারের ধর্মজীবনের পথ খুঁজে পাননি। অবশেষে ১৮৯৫খ্রী. নভেম্বর মাসে কোনো একদিনের সন্ধ্যাবেলায় লণ্ডনের West End-এ লেডি মার্গসন. নামে এক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ভারতীয় বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা শুনে মার্গারেট অত্যন্ত মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময়ে লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ধর্ম-দরআশন বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাসে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন। মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাসে উপস্থিত থেকে প্রকৃত ধর্মজীবনের পথের সন্ধান পেলেন এবং স্বামীজীকে গুরু হিসেবে বরণ করে নেন। স্বামীজীর মুখে ধর্মব্যাখ্যা সহ পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখ-দর্দশা, সাধারণ মানুষ ও নারীদের অসহায়তা ও দুঃখকষ্টের কথা শুনে মার্গারেট ঠিক করেন স্বামীজীর সাথে ভারতবর্ষে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার ও এদেশের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। সবকিছু ভেবে ১৮৯৮খ্রী. ২৮শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এসে পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে পৌঁছালেন। স্বামীজীও ভাবলেন, এ কাজে মার্গারেটই যথোপযুক্ত। তাই স্বামীজী তাঁকে প্রতিদিন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, মহাপুরুষদের জীবনকথা, পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতপাত প্রভৃতির কথা শোনাতে থাকেন। ফলস্বরূপ, মার্গারেট ভারতবর্ষকে 'মা'-এর মতো ভেবে স্বামীজীর নির্দেশিত পথে ভারতসেবায় ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৯৮খ্রী. ১১ই মার্চ স্বামীজীর প্রেরণায় কলকাতার স্টার থিয়েটারে এক সভায় বিদ্বজ্জনদের সামনে ইংলণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব বিষয়ে মার্গারেট প্রথম ভাষণপ্রদান করেন। ঐ বছরই ১৭ই মার্চ মা সারদাদেবীর দর্শনলাভ করে মার্গারেট ধন্য হলেন। এযেন মা ও মেয়ের বহুদিনের পর মিলন হল। এরপর ২৫শে মার্চ শুক্রবারে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে স্বামীজী ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন এবং তাঁকে 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করে নিজের বোন হিসেবে মর্যাদা দেন। সেই থেকে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল ভারতবাসীর কাছে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতি পায়। ১৮৯৮খ্রী. ১১ই মে ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সাথে উত্তরভারত ভ্রমণ করেন। ১লা নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এসে স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় ১৬নং বোসপাড়া লেনে (বাগবাজারে) একটি বিদ্যালয় গড়েন। স্বামীজী এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে আসীন হন। ১৮৯৮খ্রী. ১৩ই নভেম্বর মা সারদা দেবীকে দিয়ে এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। বিদ্যালয়ের পাশের বাড়িতে (ভগিনী নিবাস) থেকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

১৮৯৭ খ্রী. ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে স্বামীজী নিবেদিতাকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ঘটানোর জন্য দায়িত্ব দেন। সেই দায়িত্ব নিবেদিতা সফলভাবে পালন করেছিলেন। নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত উপরি-উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টির পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ১৯৫৪ সাল থেকে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি কলকাতার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি শুধুমাত্র সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিচালনার দায়দায়িত্ব পালন করেন নি, তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। বিবেকানন্দের দেওয়া অধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি স্বদেশসেবার ব্রতে নিবেদিতা দীক্ষিত। চরমপন্থী বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বিপিন চন্দ্র পাল, ঋষি অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র বসুর মত বিপ্লবী দেশপ্রেমিকরা নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগসমাজকেও তিনি অনুপ্রাণিত করেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবনা পরিদর্শন করে। কেননা, রামকৃষ্ণ মিশন আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, সেখানে রাজনীতির যোগ থাকতে পারে না। নিবেদিতার রাজনীতি করার কথা বিবেকানন্দ জানলেও তাঁকে এপথ থেকে নিরস্ত করেন নি। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে ১৯০২ সালে ৮ই জুলাই। তারপরেই তেজোময়ী 'সিংহী' ভগিনী নিবেদিতা এবার নিজেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পেলেন। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হলেও মা সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক অটুট ছিল। এমন কি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিবেদিতা নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলে পরিচয় দিতেন। রবীন্দ্রনাথ, ও জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।" রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'লোকমাতা' আখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরা চরিত্রের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার মিশ্রিত স্বাভাবকেই পাই। বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র বসুকে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে উৎসাহ দান ও আর্থিক সহায়তা দান নিবেদিতা তাঁর জীবনের একটি প্রধান নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞান সাধনের জন্য বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি জগদীশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেন। নিবেদিতার মৃত্যুর (১৯১১) পর ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন, যা আজও 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামে পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত তথা বিশ্বে বিশেষ নজির রেখে চলেছে। জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার কাছে একটি 'জাতীয় সম্পদ'। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় কালে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহ দাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।"

নারীজাতির অগ্রগতি না ঘটলে কোনো দেশের অগ্রগতিই ঘটতে পারে না। বিবেকানন্দের এই মূল্যবান কথা নিবেদিতাকে গভীরতা নাড়া দিয়েছিল। বিবেকানন্দের এই মূল্যবান কথা নিবেদিতাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন— "ভারতবর্ষে হাজার হাজার নারী প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। পশ্চিমের একটি নারী যদি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য লড়াই করে, তাহাদের পথ দেখাইয়া দেয়, তাহারা মাথা তুলিয়া সাড়া দিবে।" ভারতীয় দেবদেবী, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে সতী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, হৈমবতী, উমা, সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি আদর্শ নারীচরিত্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। ভারতের নারী জাতির দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও অসহায়তার ছবি তাঁকে ব্যাথিত করে তুলেছিল। মেয়েদের শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। অবশ্য তাঁর নারীভাবনা এখনকার নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না। তিনি দেখেছিলেন— পাশ্চাত্য নারীদের থেকে ভারতীয় নারীরা অনেক অনেক পিছিয়ে; সেই সঙ্গে এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের বঞ্চিত-নিপীড়িত-অবহেলিত করে রেখেছে। তিনি দেখেছেন- ভারতীয় নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ও সচেতন নয়। অথচ দেশের উন্নতির জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা যে কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তাঁর শাশ্বত কথা— "প্রত্যেক সুশিক্ষিত নরনারী তার জাতির পক্ষে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্তম্ভস্বরূপ।" প্রাচীন ভারতবর্ষ সকল নারীর জন্য শিক্ষার অধিকার দেয়নি, তাই নিবেদিতা এদেশীয় নারীদের জাগরণের জন্য বালিকা বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবেন। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, লোকশিক্ষার আলোকে নারীদের মন থেকে দুর্বলতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভয় দূর করার লক্ষে নিবেদিতা ব্রতী হল। শিক্ষাব্যবস্থা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য বাণী—

> "আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ করে শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব। … যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে তা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না।… সুতরাং ভারতীয় নারীদের জন্য এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতার বিকাশ সাধন।"

অর্থাৎ বিবেকানন্দের সেই বাণী— "Education is the Manifestation of perfection already in Man." - যা নিবেদিতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন। শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতার সুউচ্চ বাণী—

> "ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগেই প্রেমের জন্ম। আবার প্রেমেই ত্যাগের উৎপত্তি ও প্রসার। …জন-দেশ-ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে যে শিক্ষাদান, তা-ই শিক্ষার্থীকে যথার্থ মানুষ করে স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত করে। এই স্বদেশপ্রীতি যখন হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে গর্বের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, তখনই অপর জাতির মহত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়। নইলে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে অপর জাতির অনুকরণ চরিত্রকে নিকৃষ্ট করে ফেলে।"

বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত নিজের স্কুলের জন্য নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। ছাত্রীদের তিনি বিভিন্ন শিল্পকর্ম— সেলাই, ছবি আঁকা, বিভিন্ন হাতের কাজ শিক্ষা দিতেন। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি শিল্পকর্ম ও শরীরচর্চায় যাতে মেয়েরা সামর্থ্য হয়ে উঠে সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অবসর সময়ে তিনি বয়স্কা মেয়েদের লেখাপড়া ও শিল্পকর্ম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় ভাব ও চেতনা জাগানোর লক্ষে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সুদূরপ্রসার। তিনি ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষারউপর জোর দেন। আজকের একবিংশ শতাব্দীর দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে নারী-সমাজের অগ্রগতির ঘটানোর পিছনে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের মনেও কোনো কুণ্ঠা নেই। নিবেদিতা মনে করেছিলেন— ভারতীয় জাতির জাগরণ শুধুমাত্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে সম্পন্ন হতে পারেনা; তাই তিনি ছাত্রীদের দেশীয় রীতিতে শিল্পকলা শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার স্বামী- হ্যাভেলকে নিয়ে যে শিল্প আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল তার পিছনে ছিল নিবেদিতার উল্লেখযোগ্য অবদান। কলকাতার আর্টস্কুলের ছাত্র অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু প্রমুখের উৎসাহ ও প্রেরণাদাত্রী ছিলেন নিবেদিতাই। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গভীর টান। বাংলা ভাষা না ভোলার জন্য শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী তাঁকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষ ছিল মায়ের সমান। জপমালা নিয়ে তিনি আপন মনে বলতেন— "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!"

সমাজসেবামূলক কাজকর্মে নিবেদিতা ছিলেন নিবেদিতাপ্রাণা। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় মহামারী প্লেগ রোগ প্রতিরোধের জন্য বিবেকানন্দের নির্দেশ ও আদেশমত নিবেদিতা 'প্লেগ রোগ প্রতিরোধ কমিটির' (রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে) সম্পাদিকা হিসেবে সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করেন। এ নিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' বিষয়ে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। সেইসময় নিবেদিতার সাংগঠনী শক্তি ও নিজহাতে কাজকর্ম দেখে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ড. আর. জি. কর. (Dr. R.G. Kar) রামকৃষ্ণ মিশন ও নিবেদিতার এই সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯০৬ সালে তিনি পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ছবি তাঁর 'Famine and Flood' নামক প্রবন্ধসমূহে চিত্রিত হয়েছে।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে নিবেদিতা গোটা পৃথিবীকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর বিশ্বপরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে সঙ্গী ছিলেন স্বামী, বিবেকানন্দ, ক্রিস্টিন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, লেডি অবলা বসু, যদুনাথ সরকার প্রমুখ। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, শিল্পকলা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ সম্পদ— 'Kali the Mother', 'Web of Indian Life', 'Cradle Tales of Hinduism', 'The Master as I Saw Him' (এটি স্বামী বিবেকানন্দের

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জীবনসম্বন্ধে লেখা) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যায়।

এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম বিবেকানন্দের একটি চিঠি দিয়ে। সমাপ্তি টানি বিবেকানন্দেরই আর একটি চিঠি দিয়ে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে স্বামী বিবেকানন্দ বেনারস থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী' ১৯০২ তারিখে ভগিনী নিবেদিতাকে আশীর্ব্বাদ করে চিঠি লিখেছিলেন:

"সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন্! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর— এই আমার প্রার্থনা.....

যদি রামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবেই কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।" (বিবেকানন্দ)

বলাবাহুল্য বিবেকানন্দের এই অমোঘ আশীর্ব্বাদ বাণী ভগিনী নিবেদিতার জীবনে অমোঘ সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঋণস্বীকার:

১। স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী'— উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০তম পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২০ (ফেব্রুয়ারী-২০১৪)।
২। ভারতের নিবেদিতা- রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, কলকাতা, ৮ম মুদ্রণ, নভেম্বর০২০১৬।
৩। ভগিনী নিবেদিতা— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, ১ম প্রকাশ, মাঘ-১৩৮৫।
৪। লোকমাতা নিবেদিতা: কালে কালোত্তরে— ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী-২০১৭।